সংবাদ

তারিখ ..05 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...১৩ কলাম ...২...

বুড়িহাটি বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শ্রেণী কক্ষ আসবাবপত্রসহ নানাবিধ সংকটে পাঠদান ব্যাহত

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুরে ঐতিহ্যবাহী বুড়িহাটি বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ আসবাবপত্রসহ নানাবিধ সংকটে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। গত ৩ বছর আগে শিক্ষক নিয়োগের নামে লাখ লাখ টাকার অর্থ বাণিজ্যের ঘটনা ঘটলেও প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোর কোনো উন্নয়ন হয়নি। অপরদিকে শিক্ষকদের টাকায় নির্মিত একমাত্র টিন সেডের ঘরটির টিন মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে সামান্য বৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের বইপত্র, কাপড় চোপড় ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বহুমুখী এ প্রতিষ্ঠানটির ৪ শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান নিয়ে হিমশিম খেতে হয় কর্তৃপক্ষকে। এরপরও প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রেখেছে। বিদ্যালয়ের অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নের বুড়িহাটি গ্রামে ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি এক একর ৪২ শতক জমির ওপর এলাকাবাসীর সহযোগিতায় বুড়িহাটি বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ৯০ দশকের দিকে বিদ্যালয়টির ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়টির পাশে আরও দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও জেএসসি ও মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ধারাবাহিক সাফল্যের কারণে অভিভাবকরা এ বিদ্যালয়ে তাদের সন্তানদের ভর্তি করাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৭ জন শিক্ষক ও ৮ জন কর্মচারী রয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞান, কমার্স, জেনারেল ও কারিগরি বিভাগে চার শতাধিক শিক্ষার্থী অধ্যায়নরত। এ সময় তীব্র কক্ষ সংকট দেখা দিলে শিক্ষকদের অর্থে মূল ভবনের পাশে ৮ রুম বিশিষ্ট আরও একটি টিন সেডের ঘর নির্মাণ করা হয়। এরপরও শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে শ্রেণী কক্ষে বসতে হয়।দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী লামিয়া জানায়, তার স্কুলে প্রায় ২'শ ছাত্রী পড়াশুনা করে থাকে। কিন্তু তাদের জন্য কোনো কমন রুম, পৃথক টয়লেট নেই। এছাড়া বেঞ্চ সংকট রয়েছে। যার কারণে পাঠদানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ে।এলাকার একাধিক অভিভাবক জানান, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ বিদ্যালয়ে ১২ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো উন্নয়নে কোনো কাজ না করায় অভিভাবকরা তৎকালীন সভাপতির বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে প্রশাসনের একাধিক দপ্তরে আবেদন করেন। এ সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী সমিতি ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্তে সভাপতির বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগে ৬৭ লাখ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।সহকারি প্রধান শিক্ষক আবদুল আহাদ বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের সমস্যার শেষ নেই। বিজ্ঞান বিভাগ চালু থাকলেও নেই বিজ্ঞানাগার; তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয় চালু থাকলেও নেই কোনো কম্পিউটার, রুম, কারিগরি বিভাগে যন্ত্রপাতি না থাকায় শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া যায় না। খেলার মাঠ সংস্কারসহ শ্রেণী কক্ষ, আসবাবপত্র, লাইব্রেরী সমস্যা এ প্রতিষ্ঠানের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা।এলাকার চেয়ারম্যান কেএম খলিলুর রহমান জানান, ওই প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র সংকটের কথা জেনে তার পরিষদের তহবিল থেকে একটি আলমারি বিতরণ করা হয়েছে।

এ ছাড়া চেয়ার ও বেঞ্চ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাজান আলী বলেন, বহুমুখী এ প্রতিষ্ঠানে শত বাধার পরও জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় ২ জন গোল্ডেন জিপিএসহ শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা চিহ্নিত করে শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা শিক্ষা অফিসারসহ একাধিক দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কোনো বরাদ্দ মেলেনি। তিনি প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো উন্নয়নে কেশবপুরের সংসদ ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিকাশ চন্দ্র সরকার বলেন, প্রতিষ্ঠানটির সমস্যার কথা জেনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।